**POLITICAL SCIENCE (GEN)- 6TH SEM.**

**SEC-4: Conflict and Peace Building**

**Unit III: Sites of Conflict a. Local b. Sub-National c. International**

**BY – PROF. SHYAMASHREE ROY**

রাজনীতিতে **দ্বন্দ্ব** আরও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। দ্বন্দ্ব তখনই বলা হয় যখন দুটি বা ততোধিক দল মূল্যবোধের বিষয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং অবস্থান, ক্ষমতা এবং সংস্থানগুলির দাবি করে যেখানে প্রতিপক্ষের লক্ষ্যগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিরপেক্ষ করা, আহত করা বা অপসারণ করা। সংঘাত হ'ল স্বতন্ত্র বা অনুরূপ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আন্তঃ-উদ্দেশ্যগুলির একটি প্রদর্শন যা প্রায়শই 3 রাজনৈতিক সহিংসতা এবং রাজনৈতিক সহিংসতায় শেষ হয়। যুদ্ধ হল রাজ্য, সরকার, সমিতি বা আধাসামরিক দল যেমন ভাড়াটে, বিদ্রোহী এবং মিলিশিয়াদের মধ্যে একটি তীব্র সশস্ত্র সংঘাত। এটি নিয়মিত বা অনিয়মিত সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে সাধারণত চরম সহিংসতা, আগ্রাসন, ধ্বংস এবং মৃত্যুহার দ্বারা চিহ্নিত হয়। যুদ্ধ যুদ্ধ বা সাধারণভাবে যুদ্ধের ধরণের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ এবং বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝায় মোট যুদ্ধটি যুদ্ধবিগ্রহ যা পুরোপুরি বৈধ সামরিক লক্ষ্যমাত্রায় সীমাবদ্ধ নয় এবং এর ফলে প্রচুর বেসামরিক বা অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহী নাগরিকদের ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে। মানব ইতিহাসের পুরো সময় জুড়ে, যুদ্ধে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সামান্যই ওঠানামা করেছে, প্রতি 100,000 প্রতি 1 থেকে 10 জন মারা যাচ্ছে। যাইহোক, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বড় যুদ্ধগুলি কয়েক বছরের মধ্যে 100,000 প্রতি 100-200 হতাহতের সাথে অনেক বেশি হতাহতের হারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রচলিত জ্ঞানের ধারনা রয়েছে যে যুদ্ধের প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে, এটি সাধারণত সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, তিরিশ বছরের যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হিসাবে মাথাপিছু প্রায় হতাহতের সংখ্যা ছিল, যদিও এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশি ছিল। যদিও জাতিসংঘের (মার্কিন) শান্তিরক্ষা মিশনগুলি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক-স্তরের বড় বিরোধের জবাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, মিশনগুলি প্রায়শ স্থানীয়ভাবে চালিত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয় যখন তারা মোতায়েন করা হয়। পিস অপারেশন সম্পর্কিত হাই-লেভেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যানেলের ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে শান্তিরক্ষা মিশনের দুটি মূল লক্ষ্যকে জোর দেওয়া হয়েছে: টেকসই শান্তির দিকে পরিচালিত হওয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে সমর্থন করা এবং নাগরিকদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করা। উভয় উদ্দেশ্য অর্জনে স্থানীয় দ্বন্দ্ব পরিচালনা করা সমালোচনা করতে পারে। স্থানীয় বিরোধগুলি জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি বেশ কয়েকটি উপায়ে অস্থিতিশীল করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, প্রক্রিয়াগুলিতে দলগুলির আস্থা হ্রাস করে, প্রক্রিয়াটি নষ্ট করার জন্য স্থানীয় উত্সাহ তৈরি করে বা এতটা নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে যে চুক্তিগুলি কার্যকর করা যায় না। অনেক বর্তমান শান্তিরক্ষী সেটিংসে, স্থানীয় এজেন্ডা হ'ল নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রাথমিক চালক।

1999 থেকে 2008 সালের মধ্যে, এশিয়ায় সংঘবদ্ধ অন্যান্য ধরণের সংঘাতের (আন্তঃসত্তা যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ) মিলিয়ে সংখ্যালঘু সংঘর্ষে আরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। আঞ্চলিক সংঘাতগুলি সাধারণত ভৌগলিকভাবে কেন্দ্রীভূত অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের - বিশেষত জাতিগত বা ধর্মীয় - এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দমন বা বৈষম্যের সাথে জড়িত। এই গোষ্ঠীগুলির অনেকেরই কেন্দ্রীয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের উত্তরাধিকার থাকবে। যদিও এই দ্বন্দ্বগুলি পুরো দেশকে প্রভাবিত করতে পারে না, তবে এগুলি দীর্ঘায়িত হয়, গড়ে প্রায় চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়। এই জাতীয় বহু সংঘাতের ক্ষেত্রগুলিতে, গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি তার জনসাধারণের জন্য সুবিধা প্রদান এবং সংস্থানগুলি পরিচালনা করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার বৈধতা, এটি করার ক্ষমতা সহ নয়। যদিও অর্থনৈতিক বাস্তবতা থাকতে পারে, বিশেষত ছিন্নমূল দলগুলির প্রান্তিককরণের আকারে, যা অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে প্রশমিত হতে পারে, যে প্রোগ্রামগুলি অন্তর্নিহিত শক্তি গতিশীলতার দিকে নজর দেয় না তাদের সাফল্যের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে না।

**অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ(Intra-state conflict)** - এই ধরণের বিরোধ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমি, অসম উন্নয়ন, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং উপার্জন ভাগ করে নেওয়ার সূত্রের মতো অর্থনৈতিক কারণগুলি একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের কারণ হতে পারে। পুরানো সুদানের মতো মূল্যবোধের পার্থক্য হিসাবে সামাজিক কারণগুলিও দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। বাস্তব-অনুভূত জাতিগত ভারসাম্য বা জাতিগত নির্মূলের মতো সামাজিক-জাতিগত কারণ যেমন নাইজেরিয়া-বিয়াফ্রা পর্ব এবং 1994 সালে রুয়ান্ডার গণহত্যা অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এটি একটি কারণ হতে পারে। রাজনৈতিক ভাগ্যদান, বিদ্যুৎ সমীকরণ বা জনপ্রশাসনে জোনিং ফর্মুলা, রাজনৈতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবিড়তা, কোটা ব্যবস্থা এবং পছন্দগুলি রাজনৈতিক কারণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের কারণ হতে পারে। আন্তঃরাজ্য সংঘাতের অন্যান্য উদাহরণ হ'ল মালিয়ান সংকট, আইভেরিয়ান সংকট, লিবিয়ার সংঘাত, ডিআরসি এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের দ্বন্দ্ব।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব(Inter-state conflict)- এই ধরণের দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সংঘাত হিসাবেও পরিচিত। এটি দুটি বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ। কিছু ক্ষেত্রে, এই ধরণের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অবস্থায় পতিত হয়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সমস্ত যুদ্ধকে সংঘাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। যেমন, সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধগুলি আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমান। অন্য একটি রাষ্ট্রের দ্বারা আঞ্চলিক দখল, কূটনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া, বিষাক্ত বা অন্য দেশে অবৈধ রফতানি ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আন্তঃসত্তা বিরোধ দেখা দিতে পারে। ১৯৮০ এর দশকে, নাইজেরিয়া ইতালির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে কারণ ডেল্টা (বেন্ডেল) রাজ্যের একটি কোলাহলিত গ্রাম কোকোতে ফেলে দেওয়া কয়েকশ টন বিষাক্ত পদার্থ ইউরোপীয় দেশটিতে ধরা পড়েছিল। নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুন উত্তর সীমান্ত এবং ইদানীং বাকাসি উপদ্বীপে অনেক সময় বিভিন্ন সময়ে শত্রুতার ঘটনা ঘটেছে; তবে কোনওটিই কখনও পুরোপুরি যুদ্ধের ফলাফল পায় নি। ১৯62২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা স্থায়ীভাবে সংঘাতের মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের উদাহরণসমূহে ১৯৮০-১৮৮৮ সালের ইরান-ইরাক, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ১৯৮২ সালের ব্রিটেন-আর্জেন্টিনা যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। , ইউএসএ-আফগানিস্তান যুদ্ধ।

**বৈশ্বিক সংঘাত(International conflict)**-এই জাতীয় আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব তবে দুই বা ততোধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে জড়িত এই ধরণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তবে এটি লক্ষণীয় যে দুটি বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব একটি পুরোপুরি সুপরিচিত বৈশ্বিক সংঘাত হতে পারে। 1914 সালের সার্বিয়া-অস্ট্রিয়ান দ্বন্দ্বের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ১৯৩৯-এর জার্মান-ব্রিটিশ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বের ঘটনাগুলিও সরাসরি রাজ্যগুলির দ্বারা সৃষ্ট হয় না। সন্ত্রাসবাদের উত্থান একটি বিশ্বব্যাপী সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, যেখানে পুরো বিশ্ব বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের সাথে লড়াই করছে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কনসার্টে কাজ করছে।

আফ্রিকা বাদে সমস্ত অঞ্চলে ২০২০ সালের সংঘাতের মাত্রা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। তবুও, বিশ্ব কোভিড -১ p মহামারী সত্ত্বেও অনেক দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল এবং অভিনেতারা স্বাস্থ্য সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেশ কয়েকটি নতুন মাত্রা গ্রহণ করেছিল। মহামারীটি একটি অনন্য উন্নয়ন, তাই আমরা আশা করি যে ২০২১ সালে বৈশ্বিক দ্বন্দ্বের স্তর, অবস্থান এবং এজেন্টগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে - শেষ পর্যন্ত 2019 এবং 2020 উভয়ের চেয়ে উচ্চতর পয়েন্টে পৌঁছে যাবে।

*ভারতের উদাহরণ।*

২০২০ ভারত ও পাকিস্তানের জন্য আর একটি অশান্তিমূলক বছর ছিল, কারণ বিতর্কিত জম্মু ও কাশ্মীর (জে এবং কে) সীমান্তে সংঘর্ষের বর্ধমান সংঘাতের মধ্যে সম্পর্ক হ্রাস পেয়েছে। 2020 ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের জন্য সবচেয়ে সহিংস বছর হিসাবে গড়ে তুলেছিল। ভারত এই অঞ্চলে ভারতপন্থী রাজনীতির প্রচারের সময়, কাশ্মীরের আলোচনার সুযোগ এবং অনড় নিয়ন্ত্রণের সুযোগকে হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ফোরামে কাশ্মীরে ভারতীয় লঙ্ঘন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা তুলে ধরে নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) নিকটে সহিংসতা প্ররোচিত করার মাধ্যমে পাকিস্তান ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তির উপর ক্রমাগত সন্দেহের জবাব দিয়েছিল।

এদিকে, চার দশকেরও বেশি সময় পর প্রথম মারাত্মক সংঘর্ষটি ২০২০ সালের জুনে প্রতিবেশী লাদাখ অঞ্চলে ভারত ও চীনা সেনাবাহিনীর মধ্যে হয়েছিল, যার ফলে ২০ জন ভারতীয় সেনা এবং কমপক্ষে একজন চীনা সেনা মারা গিয়েছিল। উভয় রাজ্য একে অপরকে আন্তঃসীমান্ত অঘটন এবং গুলি চালানোর সতর্কতামূলক গুলি, সামরিক সংঘাতের হুমকি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিল। লাদাখের বিতর্কিত কাশ্মীরের অঞ্চলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে (এলএসি), যা নদী, হ্রদ এবং তুষারপাতের আধিক্যের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। ভারত চীনকে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় সেনা পাঠানোর এবং তার অঞ্চল দখল করার অভিযোগ করেছে। চীন-ভারত সম্পর্ককে তীব্রতর করে তুলেছিল চীন-ভারত সম্পর্কগুলি নয়াদিল্লির আগস্ট 2019-এ পৃথক কেন্দ্রীয়-প্রশাসিত লাদাখ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ থেকে শুরু হয়েছিল। গত বছর বেশ কয়েকটি দফায় কূটনৈতিক আলোচনার পরেও সরকারী পরিস্থিতি সরকারীভাবে সমাধান হয়নি।

কাশ্মীর অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সহিংসতা ২০২১ সালে আরও বাড়তে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। উভয় পক্ষ অসহযোগিতামূলক সামরিকীকরণ কৌশল গ্রহণ করার ফলে কাশ্মীর সংঘাত নিরসনের দ্বিপক্ষীয় প্রচেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব হয়ে

দাঁড়িয়েছে। লাদাখে ভারতীয় ও চীনা বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা কাশ্মীর অঞ্চলে সংঘাতকে আরও গতিশীল করে তুলেছে। ভারত ও চীন মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার লক্ষ্য দ্বি-দ্বন্দ্বকে আরও বাড়িয়ে তোলার বিষয়টি অনিবার্য। চীনের সাথে এলএসি বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে ব্যর্থতা কাশ্মীরের উভয় সীমান্তে পাকিস্তান এবং চীন - আঞ্চলিক মিত্র - উভয়ের সাথে লড়াই করতে ভারতকে ছেড়ে চলে যাবে। অধিকন্তু, jammu and kashmir এর মুসলিম জনসংখ্যার বর্ধিত প্রান্তিককরণের সাম্প্রতিক নীতি বদলানো কাশ্মীরে দেশী-বিদেশী জঙ্গিবাদের ক্রমাগত হুমকিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বিতর্কিত 2019 নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ) পাস হওয়ার এক বছর পরে, ভারতজুড়ে গণ-বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে, যা দিল্লির মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা এবং সংঘর্ষের পরিণতি হয়। সিএএর লক্ষ্য মুসলমানদের বাদ দিয়ে ২০১৫ সালের আগে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, জৈন, পার্সী এবং শিখদের নাগরিকত্ব দ্রুত অনুসরণ করা (ডয়চে ভেল, ১১ ডিসেম্বর ২০২০)। মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা হ্রাস করার জন্য এটি সমালোচিত হয়েছে। যদিও করোনাভাইরাস বিধিনিষেধ আরোপের কারণে এবং পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্র্যাকডাউন করার কারণে ২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সিএএবিরোধী বিক্ষোভ হ্রাস পেয়েছে, অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এএএসইউ) সহ ১৮ টি সংগঠন 2021 সালের জানুয়ারিতে পুনরায় গণ-বিক্ষোভ শুরু করেছে। অতিরিক্তভাবে, একটি তরঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সেপ্টেম্বরে গৃহীত তিনটি কৃষিক্ষেত্র বাতিল করার দাবিতে কৃষকরা দেশব্যাপী বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে ২০২১ সালে। বিক্ষোভকারী কৃষকরা নতুন কাজের কারণে তাদের উৎপাদনের ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত দাম সহ বাজার সুরক্ষা হারাবে বলে আশঙ্কা করছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হয়েছে, পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কিছু সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। যদিও ভারতের সর্বোচ্চ আদালত জানুয়ারিতে কৃষি আইন প্রয়োগ বাস্তবায়ন স্থগিত করেছে, কৃষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছেন।